তারিখ 11 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

সমকাল

শিক্ষা খাতে সুশাসন

জন্মেজয় দে

শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না। অর্থনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি শিক্ষার সামাজিক ও মানবিক গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক প্রগতি অর্জনের পথ সুগম করতে হলে শিক্ষার বিস্তার ও মান বৃদ্ধির বিকল্প নেই। জনগণের শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি; বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতির রাষ্ট্রের বেলায় তা আরও বেশি। এ খাতের সমৃদ্ধি দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। এ খাতকে মানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করতে রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

সম্প্রতি শিক্ষা খাতের বিভিন্ন দিকে আমরা বেশ সফলতা অর্জন করেছি। পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু দেশের তুলনায় অনেক দিক থেকে আমরা এগিয়ে গেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তি ও ছেলেমেয়ের বৈষম্য কমিয়ে আনতে আমরা সফল হয়েছি। তবে আমাদের শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। বিগত কয়েক বছরে শিক্ষা খাতে পরিকল্পনাহীনতা, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন-সক্ষমতা বৃদ্ধি না পাওয়া, শিক্ষাকে ঘিরে বাণিজ্যিক প্রবণতার প্রসার এবং বরাদ্দ হ্রাস পাওয়ার যে চিত্র, তা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটা শিক্ষানীতি আমাদের আছে, যাতে ভালো ভালো কথা লেখা হয়েছে। তবে আরও অনেক নীতির মতো এটি বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সুদূরপ্রসারী কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই এ গুরুত্বপূর্ণ খাতটি চলছে।

বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় আমাদের নাগরিকদের কী ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন এবং কীভাবে তা নিশ্চিত করা যেতে পারে সে বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। শিক্ষার নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন যারা করেন তাদেরকে নাগরিকদের প্রয়োজন আগে বুঝতে হবে। বাস্তব প্রয়োজন এবং গুণগত মানের দিকে জোর দেওয়ার সময় এটা। সেভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। পুরো শিক্ষা খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। কাঠামোতে বিভিন্ন পর্যায় থেকে অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যারা মাঠ পর্যায়ের নাগরিকদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে পারবে। এ ছাড়াও শাসন কাঠামোর স্থানীয় পর্যায়কে যথেষ্ট ক্ষমতায়ন করতে হবে, যাতে তারা সব ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তদারক করতে কার্যকর ব্যবস্থা ও দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার সব পর্যায়ে জবাবদিহির সংস্কৃতি চালু হতে হবে।

দেশে শিক্ষাকে ঘিরে বাণিজ্যিক প্রবণতার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। এ খাতে যারা বিনিয়োগ করছেন তারা লাভের আশা থেকেই করছেন। তাদের কেউ কেউ ভালো মানের শিক্ষার দিকে নজর দেন। তবে এর বেশিরভাগই রঙিন মোড়কে সস্তা শিক্ষাপণ্য গছিয়ে দিচ্ছে। ভালো মানের শিক্ষার জন্য যে দাম গুনতে হয় তা মেটানো সমাজের খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। আমাদের জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশের পক্ষে বাণিজ্যায়িত শিক্ষার যে ব্যয়, তা বহন করা কঠিন। বাণিজ্যিক খাতে শিক্ষার বিস্তারকে আমরা বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়েছি। এখন রাষ্ট্রকে দেখতে হবে জনগণ যেন এখান থেকে ভালো মানের শিক্ষা পায়। এ জন্য আমাদের শিক্ষা খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

● শিক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণাকর্মী